সিএমএসএফ নিউজলেটার

প্রকাশের মাস: নভেম্বর ২০২৬ | সংখ্যা নং: ০২

ভূমিকা

একটি নিউজলেটারের মূল উদ্দেশ্য হলো প্রতিষ্ঠানের কর্মকান্ডের একটি সার্বিক চিত্র তুলে ধরা। ক্যাপিটাল মার্কেট স্ট্যাবিলাইজেশন ফান্ড (সিএমএসএফ) বাংলাদেশের পুঁজিবাজারের নতুন একটি সংস্থা। সিএমএসএফ-এর কার্যক্রমের চিত্র তুলে ধরতে একটি নিউজলেটার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। এই বার্তাপত্রের মাধ্যমে পাঠক সিএমএসএফ-এর বর্তমান চলমান কাজ, বাংলাদেশের পুঁজিবাজারের প্রতি মাসের উল্লেখযোগ্য দিকসমূহ এবং সিএমএসএফ-এর কাজের সাথে সম্পর্কিত অন্যান্য প্রাসঙ্গিক তথ্য জানতে পারবেন।

নিষ্পত্তি হওয়া দাবির বিবরণ (Description of Claims Settled)

২০২৬ সালের অক্টোবর মাসে সিএমএসএফ ১২ জন বিনিয়োগকারীর মোট ১,০৬,৫৮৮ টাকা অবন্টিত নগদ লভ্যাংশের যথার্থ দাবী নিষ্পত্তি করেছে এবং ১৬ জন বিনিয়োগকারীর অবন্টিত স্টক লভ্যাংশের যথার্থ দাবির নিষ্পত্তি করেছে। অক্টোবর ২০২৬-এ নিষ্পত্তি হওয়া স্টক দাবির মোট সংখ্য ৪৭,৩৫৬ টি, যার বাজারমূল্য ১৭,৩৫,৭৭৯ টাকা। জুলাই,২০২৬- অক্টোবর,২০২৬ পর্যন্ত সিএমএসএফ থেকে নিষ্পত্তিকৃত দাবির তথ্য নিম্নরূপ

নগদ লভ্যাংশ নিষ্পত্তি:

- বিনিয়োগকারী: ২১০ জন
- মোট অর্থ: ৭২,৬৪,৩০০ টাকা

স্টক লভ্যাংশ নিষ্পত্তি:

- বিনিয়োগকারী: ৭৯ জন
- স্টক পরিমাণ: ১,৮০,৫৮০ টি
- বাজারমূল্য: ১,১১,৭৭,৩৯৫ টাকা

বাংলাদেশের পুঁজিবাজারের উল্লেখযোগ্য দিকসমূহ (Highlights of Capital Market)

অক্টোবর মাসের শুরুতে ডিএসইর প্রধান সূচক (DSEX) ছিল ৫,৫৩১.৬৫ পয়েন্টে এবং মাস শেষে তা দাঁড়ায় ৫,৪১৭.৪৪ পয়েন্টে; অর্থাৎ আলোচ্য মাসে DSEX ২.০৬ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। এছাড়াও সবচেয়ে বড় ৩০ টি কোম্পানির সূচক DSE30 গত মাসের শুরুতে ছিল ২,১০৩.৫৫ পয়েন্ট যা মাস শেষে দাঁড়ায় ২,০৮৬.৮৬ পয়েন্ট ; অর্থাৎ আলোচ্য মাসে DSE30 ০.৭৯ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। এছাড়াও ডিএসইর শারিয়াহ ভিত্তিক সূচক DSES গত মাসের শুরুতে ছিল ১,১০০.২৬ পয়েন্ট যা মাস শেষে দাঁড়ায় ১,০৫০.৬৭ পয়েন্ট; অর্থাৎ আলোচ্য মাসে DSES ৪.৫ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। গত মাসে সবচেয়ে ভালো পারফর্ম করেছে ব্যাংকিং খাত। অন্যদিকে ডিএসইর সবচেয়ে খারাপ পারফর্ম করা খাত ছিল সিরামিক খাত। এছাড়াও,সিমেন্ট ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান খাত ও এই মাসে ভালো মুনাফা দিতে পারেনি। অক্টোবর মাসে সামগ্রিকভাবে ভালো করা খাতের তালিকায় ছিল সেবা ও আবাসন খাত এবং ওষুধ খাত;। সিমেন্ট ও সিরামিক খাতের এই মাসে ভালো না করার অন্যতম কারণ ছিলো বিদ্যুৎ এর সংকট। এছাড়াও বাংলাদেশ এর আর্থিক প্রতিষ্ঠান খাত অনেক দিন ধরেই খেলাপি ঋণ এর জন্য ধুঁকছে যার কারণে তাঁদের শেয়ার দর অক্টোবর মাসে কমেছে।

ব্যাংক খাত এর উত্থান এর পিছনে দুর্বল ব্যাংক থেকে আমানত শক্তিশালী ব্যাংক এ স্থানান্তর অন্যতম কারণ। এছাড়াও সরকার এর ব্যাংক এর প্রতি নীতিগত সহায়তাও ব্যাংক খাত এর উত্থানে অবদান রেখেছে।

দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক অবস্থাও পুঁজিবাজার এর অবস্থার জন্য দায়ী। মধ্যপ্রাচ্যের সংকট এর কারণে তেল এর দাম বেড়ে যাওয়া যার ফলে দেশের বিদ্যুৎ উৎপাদনের অচালাবস্থার পুজিবাজারে প্রভাব রেখেছে। এছাড়াও গত মাসে মুদ্রাস্ফীতি তার আগের মাসের ৮.২৬ শতাংশ থেকে ৮.৩৪ শতাংশ হয়ে যাওয়ার ফলে পুঁজি বাজারেও এর প্রভাব পড়েছে।

আর্থিক সাক্ষরতা (Financial Literacy)

পুজিবাজারে বিনিয়োগ ঝুঁকিপূর্ণ তাই যে কোনো বিনিয়োগকারীর জন্যই কোনো সিকিউরিটিজে বিনিয়োগ জেনে ও বুঝে করা উচিত। সে কারনেই যে কোনো বিনিয়গকারির জন্যই আর্থিক সাক্ষরতা গুরুত্বপূর্ণ। এরই ধারাবাহিকতায় নভেম্বর মাসের নিউজলেটারে পি/বি অনুপাত সম্পর্কে আলোচনা করা হলো। পি/বি অনুপাত (P/B ratio বা বাজারমূল্য এবং নীট সম্পদ মূল্যের অনুপাত) পুঁজিবাজারে শেয়ার মূল্যায়নের অন্যতম মৌলিক সূচক। নীট সম্পদ মূল্যেরকে বুকভ্যালু হিসাবেও অভিহিত করা হয়। শেয়ার প্রতি নীট সম্পদ মূল্যে বের করার জন্য কোম্পানির মোট সম্পদ থেকে মোট দায় বাদ দিয়ে মোট শেয়ার সংখ্যা দিয়ে ভাগ করতে হয়। পি/বি অনুপাত মূলত পরিমাপ করে কোনো একটি শেয়ারের দাম তার নীট সম্পদ মূল্যের তুলনায় কত গুণ বেশি। উদাহরণস্বরূপ, যদি কোনো শেয়ারের শেয়ার প্রতি নীট সম্পদ মূল্য(NAV) হয় ৪ টাকা এবং শেয়ারটির বর্তমান বাজারমূল্য হয় ১৬ টাকা, তবে শেয়ারটির পি/বি রেশিও হবে ৪ (১৬ ÷ ৪ = ৪)। কোনো শেয়ারের দর অতিমূল্যায়িত (overvalued) নাকি অবমূল্যায়িত (undervalued), তা বোঝার জন্য পি/বি অনুপাত একটি উল্লেখযোগ্য নির্দেশক। যদি কোন শেয়ার এর পি/বি অনুপাত ওই শেয়ার এর যে ধরনের ওই একই ধরনের শেয়ার এর গড় পি/বি অনুপাত থেকে বেশী হয় তাহলে ওই শেয়ারটি অতি মূল্যাইয়িত বলে বিবেচিত হয়। একই ভাবে এর বিপরীত কোনো ঘটনা ঘটলে শেয়ারটি অব মূল্যাইয়িত বলে বিবেচিত হয়। তবে শুধু এই একটি অনুপাত বিবেচনায় না নিয়ে কোম্পানির সার্বিক অবস্থা বিবেনায় নিয়ে বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত নেয়া সমীচীন।

সিএমএসএফের বিশেষ কার্যাবলী

গত ১৪ ই অক্টোবর ২০২৬ তারিখে আমার দেশ এর সিনিয়র রিপোর্টার জনাব আবু আলি সিএমএসএফে একটি সভা পরিচালনা করেন। তিনি পুঁজিবাজারের বিভিন্ন ব্যবহারিক দিক এসময় সিএমএসএফের কর্মীদের কাছে তুলে ধরেন। তিনি পুঁজিবাজারে গণমাধ্যমের ভুমিকাও সবার কাছে তুলে ধরেন। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে তিনি সভা শেষ করেন।

সচরাচর জিজ্ঞাস্য (Frequently Asked Questions - FAQ)

১. বিনিয়োগকারী কীভাবে তাদের দাবিহীন লভ্যাংশ দাবি করতে পারেন?

উত্তর: একজন বিনিয়োগকারী সংশ্লিষ্ট ইস্যুয়ার কোম্পানি অথবা সরাসরি সিএমএসএফ (CMSF)-এর কাছে আবেদন করে তাঁদের দাবিহীন নগদ লভ্যাংশ তুলতে পারেন। তবে ইস্যুইয়ার কোম্পানির সুপারিশ পাওয়ার পরই দাবীর নিষ্পত্তির প্রক্রিয়া শুরু হয়ে থাকে।

২. দাবিহীন নগদ লভ্যাংশের জন্য কী কী নথিপত্র প্রয়োজন?

উত্তর: দাবিহীন নগদ লভ্যাংশ পাওয়ার জন্য যথাযথ আবেদনপত্র এবং বিও আইডি (BO ID)/জাতীয় পরিচয়পত্রের (NID) ফটোকপি/ চেকবই এর ফটোকপি জমা দিতে হয়।

৩. দাবিহীন স্টক লভ্যাংশের জন্য কী কী নথিপত্র প্রয়োজন?

উত্তর: দাবিহীন স্টক লভ্যাংশ উত্তোলনের জন্য যথাযথ আবেদনপত্র এবং বিও আইডি / শেয়ার সার্টিফিকেট / ডিম্যাট (Demat) প্রমাণপত্র জমা দিতে হবে।

৪. উত্তরাধিকারসূত্রে দাবির (Succession Case) ক্ষেত্রে কী কী নথিপত্র লাগবে?

উত্তর: উত্তরাধিকার দাবির ক্ষেত্রে আবেদনকারীর অবশ্যই একটি 'আদালতের উত্তরাধিকার সনদ' (Court Succession Certificate) থাকতে হবে, যেখানে দাবি করা নির্দিষ্ট দাবিহীন স্টক ও নগদ লভ্যাংশের বিষয়টি সুস্পষ্ট উল্লেখ থাকবে।

৫. নথিপত্র কি কোম্পানি সচিব (Company Secretary) কর্তৃক সত্যায়িত বা যাচাই হতে হবে?

উত্তর: হ্যাঁ, সংশ্লিষ্ট নথিপত্রসমূহ সংশ্লিষ্ট কোম্পানি সচিব কর্তৃক যাচাই বা প্রত্যায়িত হতে হবে।

৬. দাবীর ক্ষেত্রে দরকার হলে সিএমএসএফে কি ধরনের পাওয়ার অব অ্যাটর্নি প্রয়োজন হয়?

উত্তর: সিএমএসএফ এর দাবী নিষ্পত্তির জন্য একটি সাধারণ পাওয়ার অব অ্যাটর্নি (GPA) যেখানে প্রাসঙ্গিক স্টক, নগদ লভ্যাংশ, বোনাস শেয়ার, রাইট শেয়ার বা সিকিউরিটিজ সম্পর্কিত অন্যান্য পাওনা দাবি, গ্রহণ এবং/বা লেনদেন করার স্পষ্ট ও নির্দিষ্ট ক্ষমতা দেওয়া আছে, তা পর্যাপ্ত হয়।

সম্পাদনায়

সিবগাত বিন ফারুক
অফিসার, গবেষণা ও উন্নয়ন বিভাগ
সিএমএসএফ